পাক্ষিক

ان الدين عند الله الاسلام

আহমদী

সম্পাদক :— এ, এইচ, মুহাম্মদ আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ২৩শ সংখ্যা

১৬ই বৈশাখ, ১৩৮০ বাংলা : ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৪ ইং : ৬ই রবিউস সানি, ১৩৯৪ হিঃ কাঃ

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ও ভারত : ১০'০০ টাকা : অন্যান্য দেশ : ১ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

২৭শ বর্ষ
২৩শ সংখ্যা

বিষয়	পৃষ্ঠা	লেখক
০ সুরা লাহাবের তরজমা ও সংক্ষিপ্ত তফসীর	১	অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ
০ হাদিস শরীফ	৪	,, মৌঃ মোহাম্মাদ
০ হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)এর অমৃত বানী	৬	,, ,, ,,
০ জুমার খুৎবা	৭	হযরত খলিফাতুল মসিহ্‌ সালেস (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ
০ ধর্মের সার-বস্তু এতায়াত	১১	কাদিয়ান সাপ্তাহিক বদর -এরসম্পাদকীয় অনুবাদ : মৌঃ মোহাম্মাদ আঃ বাঃ আঃ আঃ
০ জশন (কবিতা)	১৬	চৌধুরী আবছুল মতিন
০ ওসিয়ত : অর্থ নৈতিক মুক্তির সরল পথ	১৭	শাহ মুস্তাফিজুর রহমান
০ সংবাদ	২২	

বিশেষ দ্রষ্টব্য

বাঃ লাজনা এমাউল্লাহ্‌র সকল সদস্যাদের জানানো যাইতেছে যে, গত 'আহ্‌মদীর' সংখ্যায় বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লাহ্‌র মজলিসে আমেলার যে তালিকা ছাপিয়া প্রকাশ করা হইয়াছিল উক্ত তালিকা হইতে লাজনা এমাউল্লার জেনারেল সেক্রেটারীর নাম ভুলবশতঃ বাদ পড়িয়া গিয়াছিল। এক্ষনে আমেলার তথা লাজনার সকল সদস্যার অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, বাংলাদেশ লাজনা এমাউল্লার জেনারেল সেক্রেটারী নাম—মিসেস মাকসুদা রহমান।

بسم الله الرحمن الرحيم
نحمده ونصلى على رسوله الكريم
وعلى عبده المسيح الموعود

পাক্ষিক

আহমদী

নব পর্য্যায়ের ২৭শ বর্ষ : ২৩শ ও ২৪শ সংখ্যা :

১৬ই বৈশাখ, ১৩৮০বাং : ৩০শে এপ্রিল, ১৯৭৪ইং : ৩০শে শাহাদত, ১৩৫৩ হিজরী শামসী :

সূরা আল-লাহব

॥ সংক্ষিপ্ত তফসির ॥

হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) প্রণীত 'তফসীরে কবীর' অবলম্বনে
অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

তরজমা :

১। আবু লাহবের (বা অগ্নি পিতার) উভয় হাত বিকল হইয়া গেল এবং সে নিজেও ধ্বংস হইল।

২। তাহার ধন সম্পদ তাহার উপকারে আসিল না এবং তাহার প্রচেষ্টা ও ব্যর্থ হইল।

৩। সে নিশ্চয় লেলিহান আগুনে পড়িল

৪। এবং তাহার ইন্ধন বহনরতা স্ত্রীও।

৫। খেজুর পাতার শক্তভাবে পাকান রশি তাহার ঘাড়ে (থাকিবে)।

তফসীর :

সূরা লাহব মক্কায় নাযেল হইয়াছে এবং

নুবুয়তের খুব প্রথম দিকে অবতীর্ণ সুরা সমূহের মধ্যে ইহা একটি। সর্বপ্রথম সুরা আলাক নাযেল হয়, দ্বিতীয় সুরা নূন ওয়ালকালাম্, তৃতীয় সুরা মুযাম্মেল, চতুর্থ সুরা মুদ্দস্‌সের এবং পঞ্চম সুরা লাহ্‌ব নাযেল হয়। [এতকান--ইমাম সিউতী (রহঃ)]।

বিষয়-বস্তুর ধারাবাহিকতার দিক দিয়া ইহা কুরআন শরীফের শেষ সুরা, কেননা ইহার মাধ্যমে কুরআনের বিষয়-বস্তুর পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। পরের তিনটি সুরার মধ্যে কুরআন শরীফের বিষয়-বস্তুর সংক্ষিপ্তসার বর্ণিত হইয়াছে। সুরা নসরের মধ্যে হযরত রসুল করীম (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় এবং এন্তেকালের পরও অব্যাহত বিজয় সমূহের সম্বন্ধে খবর ছিল এবং তৎসঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছিল যে, যখনই প্রয়োজন দেখা দিবে, তখনই আল্লাহ্‌তায়ালা ইসলামের হেফাযত এবং সাফল্যের উপকরণ সৃষ্টি করিবেন। আলোচ্য সুরায় আল্লাহ্‌তায়ালা বলিতেছেন যে, শুধু ইহাই নহে যে, আমরা ইসলামের হেফাযত করিব, বরং যদি কখনও কেহ ইসলামকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে, উহার উপর আক্রমণ চালায়, তাহা হইলে আমরা তাহাকে এবং তাহার সাহায্যকারীদিগকেও ধ্বংস করিয়া দিব। এখানে এইরূপ আক্রমণকারীকে আবু লহব নাম দেওয়া হইয়াছে এবং তাহার সাহায্যকারীদিগকে 'স্ত্রী' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

সুরা নাসারে বর্ণিত বিষয়-বস্তু হইতে উদ্ভাবিত প্রশ্নের উত্তর আলোচ্য সুরার মধ্যে দেওয়া হইয়াছে এবং উহা এই যে, স্বাভাবিকভাবে মানুষের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হইতে পারিত যে, হযরত রসুল করীম (সাঃ) এর পর যদি বিজয়ের দ্বার খুলিয়াও যায় এবং ইসলাম প্রাধান্য বিস্তার করে, কিন্তু এতদ-সত্ত্বেও যদি কোন সময় এমন কোন পরাক্রম-শালী শত্রু সৃষ্টি হইয়া যায়, যে ইসলামের উপর আক্রমণ চালাইয়া তাহার বিজয় ও প্রাধান্যকে নস্যাৎ করিয়া দেয়, তাহা হইলে এই প্রকারের অস্থায়ী বিজয় ও প্রাধান্যের সার্থকতা কোথায়? এই প্রশ্নের উত্তর সুরা লাহ্‌বে দেওয়া হইয়াছে; বলা হইয়াছে যে, হে মোহাম্মাদ রসুলুল্লাহ্! ইহা উত্তমরূপে স্মরণ রাখিবার বিষয় যে, ইসলাম না শুধু বিজয় ও প্রাধান্য লাভ করিবে, বরং তাহার বিজয় ও প্রাধান্য চিরস্থায়ী হইবে। যদি কোন সময়ে কোন শত্রু ইসলামের উপর আক্রমণ চালাইয়া উহাকে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করে, তাহা হইলে আল্লাহ্ তায়ালা তাঁহার জবরদস্ত কুদরতের হাত দেখাইয়া সেই শত্রুকে ধ্বংস করিয়া দিবেন এবং ইসলামের দুর্বলতাকে দূর করিয়া দিয়া পুনঃরায় উহাকে বিজয়ী করিবেন এবং যদি ইসলামের মধ্যে কোন সময় দুর্বলতার সৃষ্টি হয়, তাহা হইলে উহা সাময়িক ও স্বল্পকালের জন্য হইবে; উহার পর ইসলামের সূর্য পুনঃরায় জগৎকে উদ্ভাসিত করিবে।

এই সূরার সম্বন্ধ সূরা কওসরের সহিতও রহিয়াছে। সূরা কওসরে দুইটি ওয়াদার উল্লেখ করা হইয়াছিল—প্রথম, মুসলমানগণের সাফল্য ও কল্যাণের প্রাচুর্য লাভ। দ্বিতীয়, দুশমনের পরাজয় ও ধ্বংস। বিজয় সম্পর্কীয় প্রথম কথাটি সূরা নসরের মধ্যে বিশ্লেষণ করা হইয়াছে এবং দ্বিতীয় বিষয়টির বিশ্লেষন আলোচ্য সূরার মধ্যে রহিয়াছে।

আল্লাহ্‌তায়ালা এই সূরাটিকে ইসলামের খুবই প্রারম্ভে নাযেল করিয়া মুসলমানদের সাহস যোগাইয়াছিলেন যে, বিচলিত হইবে না ; যদিও তোমরা দুর্বল, কিন্তু তোমাদিগের সাহায্যকারী সেই সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌, যাঁহার ইচ্ছা অনুযায়ী যমীন ও আসমানের অণুপরমাণু নিয়ন্ত্রিত হয়। সুতরাং যেই তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ করিবে, সেই লাঞ্ছিত ও অবমনিত হইবে এবং ধ্বংসের মুখ দেখিবে। তাহাছাড়া বিষয়বস্তুর দিক দিয়া সূরাটিকে কুরআন শরীফের একেবারে শেষের দিকে রাখা হইয়াছে, যাহাতে পরবর্ত্তীকালের, বংশধরগণের সাহস ও মনোবল বৃদ্ধি লাভ করে এবং কোন যমানায় কুফুরের পরাক্রম দেখিয়া মুসলমানগণ যেন নিরাশ না হয়, বরং এই প্রত্যয় এবং বিশ্বাস রাখে যে, ইসলামের খোদা প্রবল পরাক্রমশালী খোদা এবং তিনি তাঁহার শত্রুদেরকে নিজেই ধ্বংস করিয়া দিবেন। মোট কথা, সূরা নাসর এবং সূরা লাহ্‌ব যেন উম্মতের নামে দুইটি শেষ পয়গাম। একটি ঈমানের উন্নতি ও সজিবতার দিকে ধাবিত করে এবং অপরটি দুশমনের ধ্বংস হওয়ার সংবাদ দান করিয়া আশ্বস্তি, সাহস ও মনোবল বৃদ্ধির উপকরণ সৃষ্টি করে। (ক্রমশঃ)

অমৃতবানীর অবশিষ্টাংশ

(৬-এর পৃঃ পর)

আমার স্মরণ হয়, ইহাব পূর্বে আমি নিজের স্ত্রীর এবং আমার পুত্র মাহমুদের জন্য অনেক দোওয়া করিয়াছিলাম। অতঃপর আমি দুইটি কুকুর স্বপ্নে দেখিলাম। একটি খুব কাল ছিল এবং অপরটি সাদা। এক ব্যক্তি কুকুর দুইটির পাঞ্জা কাটিতেছে। অতঃপর এলহাম হইল, মানব জাতির কল্যাণের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে তোমরা অভুথিত হইয়াছ।

(তাযকেরা—২০৮ পৃঃ)।

অনুবাদ : মোহাম্মাদ

হাদিস শরীফ

(১)

আল্লাহ্ যাহার মঙ্গল চাহেন, তিনি তাহাকে বিপদ দেন। (বুখারী)।

(২)

যদি মোমেনের কোন বিপদ হয়, যথা কষ্ট, বেদনা, দুশ্চিন্তা, দুঃখ, ক্ষতি, মনস্তাপ, এমন কি যদি তাহার অঙ্গে কাঁটা ফুটে, তাহা হইলে, ঐ সকলের জন্য আল্লাহ্ তাহার ছোট খাট পাপ সমূহকে ক্ষমা করিয়া দেন।

(বুখারী ও মুস্লেম)।

(৩)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন মসউদ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি আল্লাহ্র রসুলের নিকট গেলাম। তখন তাঁহার প্রবল জ্বর। আমি তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলাম, হে আল্লাহ্র রসুল, আপনার প্রবল জ্বর। নবী (সাঃ) বলিলেন, আমার জ্বর তোমাদের দুই জনের জ্বরের সমান। আমি বলিলাম, এই জন্যই আপনার পুরস্কার দ্বিগুণ। তিনি বলিলেন, হাঁ। অতঃপর তিনি বলিলেন, কোন মুস্লেমের অসুখ বা অন্য কোন প্রকারের বিপদ হইলে, আল্লাহ্ উহার বিনিময়ে পাপ সমূহ মোচন করিয়া দেন, যেভাবে বৃক্ষ উহার (জীর্ণ) পাতাগুলিকে ঝরাইয়া ফেলে। (ঐ)।

(৪)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আল্লাহ্র রসুল (সাঃ)-এর কঠিন মৃত্যু-যাতনা দেখার পর, কাহারও সহজ মৃত্যু দেখিয়া আমি হিংসা করিব না। (তিরমিযি, নেসাঈ)।

(৫)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি আল্লাহ্র রসুল ব্যতিরেকে আর কাহাকেও অধিকতর কষ্ট ভোগ করিতে দেখি নাই। (ঐ)।

(৬)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে আমি আল্লাহ্র রসুল (সাঃ)-কে দেখিয়াছিলাম। তাঁহার কাছে এক পেয়ালা পানি ছিল। তিনি উহার মধ্যে হাত ডুবাইতে ছিলেন এবং মুখে মাখিতেছিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন হে, আল্লাহ্! মৃত্যু-যাতনায় এবং মৃত্যু ঘোরে আমায় সাহায্যে করুন।

(তিরমিযি, ইবনে মাজা)।

(৭)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, নবী (সাঃ) আমার বক্ষ ও গ্রীবাদেশের মধ্যে (মস্তক রাখিয়া) প্রাণত্যাগ করেন। সুতরাং নবী (সাঃ)-এর পর আর কখনও কাহারও মৃত্যু-যাতনা দেখিয়া আমি ভীত হইবে না।

(বুখারী)।

(৮)

হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, মৃত্যুর সময়ে নবী (সাঃ) উপরের দিকে তাকাইয়া ছিলেন এবং বলিতেছিলেন, আল্লাহুম্মা বির্‌রাফীকেল আ'লা অর্থাৎ উর্ধ্বে সর্বাপেক্ষা মহান সঙ্গী আল্লাহ্‌র নিকট চলিয়াছি।

(বুখারী)।

(৯)

মোমেনের দৃষ্টান্ত ধান গাছের ন্যায়, যাহাকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাতাস এক-বার অবনত করিয়া দেয় এবং আর বার উহাকে খাড়া করিয়া দেয়। এক মুনাফেকের দৃষ্টান্ত এক শস্যহীন গাছের ন্যায়, উৎপাটিত না হওয়া পার্যন্ত যাহার কিছুই হয় না।

(১০)

যখন কোন ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হয়, অথবা সফরে থাকে, তখন তাহার জন্য লিখা হয়, যাহা যাহা সে গৃহে অবস্থানকালে এবং সুস্থ শরীরে করিত। (বুখারী)।

(১১)

আল্লাহ্‌র রসুলকে প্রশ্ন করা হইল, মানুষের মধ্যে কাহার বিপদ সর্বাধিক? তিনি বলিলেন, নবীগণের, অতঃপর তাঁহাদের অনুগামীদের, অতঃপর তাঁহাদের অনুগামীদের। কোন ব্যক্তিকে তাহার ধর্ম অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। যে ধর্মে মজবুতভাবে প্রতিষ্ঠিত, তাহার বিপদ কঠোর হইয়া থাকে এবং যে ধর্মে দুর্বল তাহার জন্য ইহা সহজ হয়। সে (মোমেন) এই ভাবে কাটায় এবং পরিণামে যমীনের উপর পাপশুন্য হইয়া বিচরণ করে।

(তিরমিযি, ইবনে মাজা)।

(১২)

যখন আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার মঙ্গল চাহেন, তখন ইহলোকে দ্রুত তাহাকে (তাহার অপ-রাধের) শাস্তি দেন; এবং যখন আল্লাহ্ তাঁহার বান্দার অমঙ্গল চাহেন, তখন তিনি তাহাকে তাহার অপরাধ সহ ছাড়িয়া দেন এবং তাহাকে কেয়ামতের দিনে উহার জন্য ধৃত করিবেন। (তিরমিযি)।

(১৩)

পুরস্কারের পরিমাণ, পরীক্ষার গুরুত্ব অনুযায়ী হইবে এবং যখন আল্লাহ্ জাল্লাশানহু কোন জাতিকে ভালবাসেন, তখন তাহাদিগকে পরীক্ষায় ফেলেন। যে ইহাতে সন্তুষ্ট হয়, তাহার জন্য (আল্লাহ্‌র) সন্তোষ রহিরাছে এবং যে অসন্তুষ্ট হয়, তাহার জন্য (আল্লাহ্‌র) অসন্তোষ রহিয়াছে।

(তিরমিযি, ইবনে মাজা)।

(১৪)

যখন আল্লাহ্ পূর্ব হইতে কোন বান্দাকে বিশেষ মর্যাদা দিতে চাহেন, যাহা সে তাহার আমলের দ্বারা অর্জন করে নাই, তখন তিনি তাহার দেহ, তাহার ধন বা তাহার সন্তান-সন্ততির উপর বিপদ দেন এবং সে বিপদে ধৈর্য ধারণ করিলে, পরিণামে তিনি তাহাকে সেই মনযিলে লইয়া যান, যাহা তাহার জন্য তিনি পূর্ব হইতে নির্ধারিত করিয়াছিলেন।

(আহমদ, আবু দাউদ)।

অনুবাদ : মোহাম্মাদ।

হযরত মসিহ মওউদ (আঃ)-এর

অমৃত বানী

(১)

খোদা আমাকে যাহা কিছু জানাইয়াছেন, উহা এই যে, দুনিয়া যদি মন্দ কাজ হইতে বিরত না হয় এবং মন্দ কাজের জন্য তওবা না করে, তাহা হইলে দুনিয়ায় শক্ত বিপদাবলী আসিবে এবং এক বিপদ যাইতে না যাইতে আর এক বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইবে। অবশেষে মানুষ অত্যন্ত সংকটে পড়িবে এবং বলিবে, এ কি হইতে চলিয়াছে? অনেকে বিপদাবলীর আবর্তে পড়িয়া পাগল-প্রায় হইয়া যাইবে। (পয়গামে সুলেহ্—৯ম পৃষ্ঠা)।

(২)

একদিন আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমার বহির্বাড়ির সম্মুখে দুইটি খুব মোটাতাজা ঘোড়া বাঁধা আছে। মনে হইতেছে ওগুলি আরবী ঘোড়া। একটি ঘোড়ায় রসুল (সাঃ) সওয়ার হইয়াছেন এবং অপরটিতে আমি সওয়ার হইয়াছি এবং আমরা উভয়ে বীরের ন্যায় দ্রুত বেগে ধাইয়া চলিতেছি। চলায় কোন কমী নাই। অতঃপর চক্ষু খুলিয়া গেল।

(তাযকেরা-৮০৯-৯০ পৃষ্ঠা)।

(৩)

আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে আমি কাদিয়ানের দিকে চলিয়াছি। পথ অত্যন্ত অন্ধকার এবং বিপদ-সংকুল। আমি দিশাহারার ন্যায় চলিয়াছি। এক অদৃশ্য হাত আমাকে সাহায্য দিয়া যাইতেছে। অবশেষে আমি কাদিয়ান পৌঁছিয়া গেলাম এবং শিখদের দখলে যে মসজিদ আছে, উহা নযরে পড়িল। অতঃপর কাশ্মীরীগণের দিক হইতে যে গলি আসিয়াছে, উহা ধরিয়া সোজা চলিলাম। তখন আমি নিজেকে কঠিন বিচলিত অবস্থায় পাইলাম। মনে হইতেছিল যেন কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া আমি বেহুঁশ হইয়া যাইতেছিলাম। তখন আমি বার বার এই দোওয়া করিতেছিলাম, রাব্বে তাজাল্লা, রাব্বে তাজল্লা! অর্থাৎ হে আমার রব, তুমি আলো করিয়া দাও। তুমি আলো করিয়া দাও। তখন এক পাগলের হাতে আমার হাত। সেও রব্বে তাজল্লা বলিয়া যাইতেছিল এবং খুব জোরে আমি দোওয়া করিতেছিলাম।

(৩এর পৃঃ দেখুন)

জুমার খুতবা

হযরত খলীফাতুল মসিহ্ সালেস (আইঃ)

আমাদের অন্তর আল্লাহ্ তায়ালার প্রশংসায় উদ্বেল, যেহেতু তিনি আমাদের সালানা জলসাকে অত্যন্ত বাবরকত এবং সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

যে মহান পরিকল্পনা আজ জামাতের সামনে রাখিয়াছি, উহার মটো (Motto) হইবে—হাম্‌দ (প্রশংসা) এবং দৃঢ় সংকল্প—যাহাদের বরকতে আমরা ইসলামকে জয়যুক্ত করিব।

তোমরা হাম্‌দ (প্রশংসা) কীর্ত্তন করিতে করিতে দৃঢ় সংকল্পের সহিত ইসলামের বিজয়ের রাজপথে আগাইয়া যাইতে থাক।

তাশহুদ ও তয়াওউয এবং সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর আকদাস (আই) বলেন :—

আমাদের সত্তার অণু পরমাণু আল্লাহ্‌তায়ালার হামদ ও প্রশংসায় ভরপুর। তিনি তাঁহার ফযল এবং রহমতের দ্বারা আমাদের জলসাকে অত্যন্ত বাবরকত ও কল্যাণময় করিয়াছেন এবং উহার বরকত ও কল্যাণের দ্বারা শুধু এই দেশের লোকের জন্যই নহে বরং জগৎবাসীর জন্যও রহমতের উপকরণ সৃষ্টি করিয়াছেন! যে বন্ধুগণ এখানে বহিঃদেশ হইতে আগত ডেলিগেশন হিসাবে অথবা বহির্দেশে বসবাসকারী আহ্‌মদীগণের প্রতিনিধি হিসাবে এখানে উপস্থিত হইয়া জলসায় যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই নিজ নিজ স্থানে ফিরিয়া গিয়া, তাঁহারা এখানে জলসার দিনগুলিতে খোদাতায়ালার হুস্‌ন ও এহ্‌সানের, সৌন্দর্য ও কল্যাণের যে সকল জ্যোতির্বিকাশ অবলোকন করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে তাঁহারা নিজ নিজ এলাকার এবং দেশের আহ্‌মদীগণের এবং বন্ধু-বান্ধবের নিকট ঘটনাবলী ব্যক্ত করা আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এখানে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার সম্বন্ধে নিজেদের যে রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা এই যে, তাঁহারা স্বপ্নেও কখনও ভাবিতে পারিতেন না যে, খোদাতায়ালার কায়েমকৃত (আহ্‌মদীয়া) আন্দোলনের এই সালানা জলসা এত শান-শওকত ও মহিমায় সমুজ্জ্বল এবং এত আশিস ও বরকত লাভের উপায় স্বরূপ হইবে। মোট কথা প্রত্যেকে নিজ নিজ প্রকৃতি ও জ্ঞান বুদ্ধি অনুযায়ী জলসার প্রভাব সমূহকে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং নিজ নিজ হিম্মত ও ক্ষমতা অনুযায়ী এই সকল অভিজ্ঞতার সুফল ও প্রভাব সমূহ নিজ নিজ দেশে ছড়াইবেন।

আমি সালানা জলসায় জমাতকে অবহিত করিয়া ছিলাম যে, যে মহান পরিকল্পনার ঘোষণা করিতেছি, উহার মটো (motto) হইবে দুইটি বুনিয়াদী সত্য, যাহাদিগকে আমরা হাম্‌দ (প্রশংসা) এবং আয্‌ম (দৃঢ় সংকল্প) শব্দ-দ্বয়ের দ্বারা অভিহিত করিতে পারি। আল্লাহ্‌-আয়ালা আমাদের মত দুর্বল বান্দাদের উপর হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর আবির্ভাবের মাধ্যমে বড়ই রহমতের ধারা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন এবং আমরা হাম্‌দ কীর্ত্তন করিতে করিতে দৃঢ় সংকল্পের সহিত সেই পথ ধরিয়া ধাবমান রহিয়াছি, যাহা ইসলামের বিজয়ের উদ্দেশ্যে আসমান সমূহ হইতে নির্ধারিত হইয়াছে। আমাদের কদম সেই গালাবা-এ-ইসলামের রাজ পথে সম্মুখপানে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে এবং অতি নিকটবর্ত্তীকালে আল্লাহ্‌তায়ালার ফজল ও রহমতে সেই দিন আগত, যখন ইসলাম সারা দুনিয়ায় প্রাধান্য লাভ করিবে এবং অপরাপর সকল মিল্লাত লয় প্রাপ্ত হইবে, শুধু ইসলাম ব্যতীত, যাহা প্রত্যেক মানুষের অন্তরে তাহার ঘর বাঁধিবে এবং যে খোদাকে সে পেশ করিয়াছে, তাঁহার প্রেম ও ভালবাসায় প্রত্যেক মানব হৃদয় উন্মত্ত হইয়া স্বীয় জীবন যাপন করিবে।

আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদিগকে ইহাও জ্ঞাত করিয়াছেন যে, যখন তিনি মানুষের জন্য বরকত ও রহমতের উপকরণ পয়দা করেন এবং মানুষের বিনীত ভাবে পেশকৃত কোরবানী-সমূহকে কবুল করেন, তখন সেই ব্যক্তিগণ, যাহারা অধঃলোকে পতিত হয় এবং উর্দ্ধলোকের বুলান্দি সম্বন্ধে যাহারা বেখবর, তাহারা ঈর্ষা ও বিদ্বেষের আগুন উত্তেজিত করে। বিদ্বেষ ও ঈর্ষার এই আগুন একজন বুদ্ধিমান মোমেন-মুস্লেমের জন্য এই প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করে যে, আল্লাহ্‌তায়ালা তাহার কোরবানীসমূহ কবুল করিয়াছেন।

বুনিয়াদী সত্য তো তৌহীদে-বারীতায়ালাই। বাকী সব শাখা-প্রশাখা স্বরূপ। মোট কথা, এই বুনিয়াদী সত্য এবং উহার শাখা-প্রশাখা (যাহা বাস্তব সত্যের আকারে আমাদের সামনে আসে,) উহাদের কখনও মিথ্যার উপর নির্ভর করার প্রয়োজন হয় না। তেমনি ভাবে বুনিয়াদী সত্যকে স্ব-বিরোধ বা পরস্পর বিরুদ্ধ কথারও সাহায্য নিতে হয় না। যখন কোন দাবীর বিরুদ্ধে, যখন কোন সত্যকে ব্যর্থ সাব্যস্ত করার জন্য মিথ্যা এবং প্রবঞ্চনার আশ্রয় নেওয়া হয় এবং এক একটি বিবৃতিতে দশ দশটি পরস্পর বিরোধী কথা মানুষ দেখিতে পায়, তখন শুধু এই কর্মটিই যে, মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া এবং পরস্পরবিরোধী কথাগুলি বলিয়া সত্যকে গোপন করিবার চেষ্টা চালান হইয়াছে, একমাত্র ইহাই সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণ করে যে, যে বিষয়ের বিরুদ্ধে অভিযান চালান হইয়াছে, যাহার বিরুদ্ধে মিথা রচনা করা হইয়াছে, স্ব-বিরুদ্ধ কথা বার্তা বলিয়া শ্রোতাদের মনে

খটকা ও ঘুরপাক সৃষ্টি করার চেষ্টা করা হইয়াছে, সেই বিষয়টি নিশ্চয় সত্য। সত্যকে কোন মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করার প্রয়োজন নাই। সত্য বা সেরাতে-মুস্তাকীমের সহিত স্ব-বিরোধী কথার চিন্তা একত্র হইতেই পারে না। সত্য একটি সরল পথ এবং পরস্পর বিরোধ একটি বক্রপথ, যাহা কখনও ডাহিনে যায় ও কখনও বামে এবং সোজা, সরল ও মধ্যম পথ, যাহাতে আল্লাহ্‌তায়ালার নৈকট্য ও প্রেম লাভ হয়, সেই পথ হইতে বিচ্যুত হইয়া যায়, কখনও ডাহিনে যায় এবং কখনও বামে। মোট কথা, সত্য বা সেরাতে-মুস্তাকীমের কখনও পরস্পর বিরোধী কথার প্রয়োজন হয় নাই, না মিথ্যার আশ্রয় লওয়ার কখনও লোভ হইয়াছে। আমাদিগকে আল্লাহ্‌তায়ালা প্রকৃত ইসলামের চিরন্তন সত্যের উপরে কায়েম করিয়াছেন; তিনি একমাত্র তাঁহারই ফযল ও রহমতের দ্বারা আপন সত্বার তত্ব-জ্ঞান দান করিয়াছেন। আমরা তাঁহার মহিমা ও মহত্ব উপলব্ধি করার পর কখনও ইহা ভাবিতেও পারি না যে, সেই মহিমান্বিত খোদার প্রেম ও ভালবাসা এবং মহিমা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কখনও আমাদিগকে মিথ্যা কথা বলার প্রয়োজন হইবে। সত্য-বাদীতা ও সত্যপরায়নতার দ্বারা সেই প্রকৃত পূর্ণ সত্য খোদার দিকে, সুন্দর আমলের দ্বারা সৌন্দর্যের সেই পূর্ণ উৎসের দিকে এবং মানব জাতির সদা উপকার ও কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে প্রকৃত ও পূর্ণ কল্যাণকারী খোদার দিকে আহ্বান করা আমাদের কাজ।

যাহারা সত্যের বিনাশ সাধন করিতে মিথ্যার দিকে ধাবিত হয়, যাহারা একই নিশ্বাসে পরস্পর বিরোধী কথা বলে, আমাদের দোয়া এই যে, আল্লাহ্‌তায়ালা যেন তাহাদের জন্যও হেদায়েত এবং রহমতের উপ-করণ সৃষ্টি করেন এবং এ সত্যটি যেন তাহারা উপলব্ধি করে যে, যাহা সত্য, তাহা মিথ্যার দিকে ঝুকিতে পারে না এবং যাহা সোজা পথ, উহার মধ্যে পরস্পর বিরোধ পাওয়া যায় না, উহাতে বক্রতা দৃষ্ট হয় না। নীতিগত ভাবে যে কয়েকটি কথা আমি এখন বলিয়াছি, উহাদের পশ্চাতে কিছু ঘটনা আছে, যেগুলির উল্লেখ করা আমি সমীচীন মনে করি না, যেহেতু আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, যে সত্যের উপরে আল্লাহ্‌তায়ালা আমা-দিগকে কায়েম করিয়াছেন এবং যাহার মধ্যে কখনও স্ব-বিরোধিতার, বা মিথ্যার, অথবা বানাওটের প্রয়োজন হয় নাই, সেই সত্যের বিরুদ্ধে মিথ্যা, অপবাদ এবং পরস্পর বিরোধপূর্ণ বিবৃতি জারী হওয়া আমাদের হৃদয়কে আল্লাহ্‌র প্রশংসায় ভরপুর করিয়া তোলে। কেননা তিনি আমাদিগকে বলিয়াছেন যে, যখন তিনি কোন পরিশ্রম ও চেষ্টা এবং কুরবানীকে কবুল করেন, তখন দুনিয়াতে হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিগণের কদল সৃষ্টি করিয়া দেন, যাহারা হিংসার আগুনকে উত্তেজিত

করিয়া মনে করে যে, এই আগুন সেই সত্যকে ভস্মিভূত করিবে, পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দিবে। অথচ হিংসার আগুন মোমেনগণের ভিতরে জীবনের উত্তাপ সৃষ্টির কারণ হইয়া থাকে, যাহার ফলে দোয়া সমূহ, আহাজারী, ক্রন্দন ও মর্ম-বেদনার সহিত উত্থিত হয়, ইসলামের বিজয় ও প্রাধান্য লাভের উদ্দেশ্যে এবং ঐ সব বিভ্রান্ত লোকদের হেদায়েতের জন্যও। এজন্য আমাদের অন্তর আল্লাহ্‌তায়ালার হাম্‌দ বা প্রশংসায় ভরপুর, এবং তাঁহারই ফযল ও অনুগ্রহে ইনশাআল্লাহ্‌ ভরপুর থাকিবে, যত দিন না এই জগতের অবসান ঘটে এবং ইসলাম জগৎ ব্যাপী প্রাধান্য লাভ করিয়া মানব জাতির মধ্যে প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে নিজ বেষ্টনে লইয়া, তাহার জীবনকে সত্যিকার মানবের জীবনে পরিণত করার সাফল্য অর্জন করে। অতঃপর ক্রমাগত মানব বংশধর সমূহের তরবিয়তের কাজ পরিপূর্ণতার চরম শিখরে পৌঁছাইয়া দেয়। ইনশাআল্লাহ্‌তায়ালা। এই সকল, তাঁহার দেওয়া শুভ সংবাদ ও তাঁহার ওয়াদা এবং তিনি তাঁহার ওয়াদা সমূহে সত্য ও বিশ্বস্ত। এ পর্যন্ত হইল হাম্‌দ সম্পর্কীয় অংশের কথা, অতঃপর আর যে আয্‌ম বা দৃঢ় সংকল্প সম্পর্কীয় অংশটি রহিয়াছে, উহার অধিকতর সম্পর্ক আমাদের আত্মার সহিত, আমাদের জামাতের প্রচেষ্টার সহিত, আমাদের আত্মনিবেদিত পরিশ্রম ও কর্মতৎপরতার সহিত, আমাদের মস্তানাওয়ার না'রা সমূহের সহিত রহিয়াছে, এই বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ভিত্তিতে যে, দুনিয়ার কোন শক্তি খোদাতায়ালার এই ইচ্ছা, অভিপ্রায় ও তাহরীক (আন্দোলন)-কে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করিতে সক্ষম নহে। আয্‌ম বা দৃঢ় সংকল্পের সৌধ গড়িয়া তোলা আমাদের বৈশিষ্ট্য এবং উহা হইতেই সুমহান প্রচেষ্টা ও অভিযানের সুন্দর ও সুশ্রী এবং কল্যানময় ধারা সমূহ উৎসারিত হয়, যাহা পথের সকল আবর্জনাকে বহাইয়া লইয়া যায় এবং মর্‌দে-মোমেন-মুখ্লেস-মুজাহেদ তাহার মকসুদ পাইয়া যায়। যখন এই সত্য মানুষের সামনে উপস্থিত হয়, তখন দুর্বল ব্যক্তিও এক মজবুত মোকামে খাড়া হইয়া যায়। ইহাকেই আমরা আয্‌ম বা দৃঢ় সংকল্প বলি। ইহার জন্য আমরা আর একটি পরিকল্পনা তৈরী করিয়াছি, যাহা দোয়া সমূহের ফলে, আমাদের কুরবানী সমূহের ফলে, আল্লাহ্‌তায়ালার উপর তাওয়াক্কুলের ফলে এবং সত্য কথা এই যে, তাঁহারই রহমত সমূহকে আকৃষ্ট ও আহরণ করিবার ফলে, ইনশাআল্লাহ্‌, সফলতা লাভ হইবে। সুতরাং এই হাম্‌দ এবং আয্‌মই আগামী দোল বৎসরের বুনিয়াদী মটো (motto), যাহা এমন দুইটি বিষয়, যাহাদের বরকতে আমরা ইসলামকে জয়যুক্ত করিব এবং মানব জাতির হৃদয় এক ও অদ্বিতীয় খোদাতায়ালার জন্য জয় করিব।

(~~২২-এর পৃঃ দেখুন~~)

ধর্মের সার-বস্তু এতায়াত

[কাদিয়ান-এর সাপ্তাহিক "বদর" পত্রিকার সম্পাদকীয়ের বঙ্গানুবাদ]

মানবের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উভয় প্রকারের জীবন সম্বন্ধে ইসলাম বিস্তারিত ভাবে আলোকপাত করিয়াছে। মনোযোগ সহকারে চিন্তা করিলে দেখা যাইবে, ব্যক্তি একা কিছুই নহে। তাহার সমস্ত শক্তি, তাহার শৌর্য-বীর্য সমষ্টির সহিত সংযুক্ত হইয়াই স্ফুরিত হয় ও বিকাশ লাভ করে। ডাঃ ইকবাল বলিয়াছেন—
জাতির সহিত সংযুক্তির দ্বারা ব্যক্তি কায়েম থাকে,
একা কিছুই নহে।
ঢেউ নদীর মধ্যেই থাকে, উহার বাহিরে
কিছুই নাই।"

এই কথাগুলির মধ্যেও মানুষের সমষ্টিগত জীবনকে ফুটাইয়া তোলা হইয়াছে। এই কথা সকল সময়ে স্মরণ রাখার যোগ্য যে, সমষ্টিগত জীবনে কোন একজনকে নেতা মানিতে হইবে এবং বাকী সকলকে তাঁহার নির্দ্দেশ মানিয়া চলিতে হইবে। ইহা না হইলে

"আমিও রাণী, তুমিও রাণী
কে আনিবে পানি?"

প্রবাদ বাক্যের অবস্থা দাঁড়াইবে। ইসলাম শব্দটিও প্রত্যেক ব্যক্তিকে মস্তিষ্ক হইতে "আমি" শব্দটি বাহির করিয়া দিয়া পূর্ণ আত্ম-সমর্পন ও রেজার সবক দিতেছে। সুতরাং আমি এই মজমুনের নাম ইসলাম ধর্মের সার-বস্তু এতায়াত বা আজ্ঞানুবর্তিতা রাখিয়াছি। প্রকৃত পক্ষে ইহাই ইসলামের সংজ্ঞা। ইহার মধ্যে কোন অসম্পর্কিত কথা বলা হয় নাই। মুসলমান জাতি শতধা বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে আজ তাহারা হাহাকার করিতেছে। তাহাদের জন্য সর্ব প্রথম ও সর্ব শেষ সবক ইহাই যে, তাহারা স্বীয় ব্যক্তিত্বকে ভুলিয়া যাউক এবং মস্তিষ্ক হইতে "আমিত্ব"কে বাহির করিয়া ফেলিয়া দিক, জাতির মধ্যে নিজের অস্তিত্বকে বিলীন করিয়া দিক, যিনি তাহার নেতা, তাহার হাতে সব কিছু সমর্পণ করিয়া দিক—ইহাই ইসলাম। অপরাপর ইসলামী ফিরকা হইতে আহ্‌মদীয়া জামাতের বৈশিষ্ট ও শ্রেষ্ঠত্ব ইহার মধ্যে রহিয়াছে যে, তাহারা এক হাতে একত্রিত; এক নেতার নিয়ন্ত্রণে তাহারা একত্রিত হইয়া বড় হইতে বড় এবং ছোট হইতে ছোট সকল কাজই করিয়া যায়। যাহাদের অন্তরে বক্রতা থাকে, কিংবা যাহারা কিছু অর্থের অধিকারী হইয়া যায় এবং কাহাকেও নিজের সমকক্ষ মনে করে না, তাহাদের বুদ্ধির কোঠায় শয়তান গুপ্তভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া, তাহাদিগকে মন্দ পথে পরিচালিত করে। শয়তান তাহাদিগকে প্রকত রূহানিয়তের পথে উর্দ্ধে উঠিতে দেয় না। সুতরাং ইহা অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মান করার যোগ্য বিষয় যে, জামাতের নিযামকে সুদৃঢ় রাখিতে হইবে এবং ইহার দ্বারা রূহানী ফায়দা হাসিল করার জন্য রসুল করীম (সাঃ)-এর নিম্নলিখিত আদেশকে সদা নজরের সামনে রাখিতে হইবে।

من اطاع اميرى فقد اطاعنى و من اطاعنى فقد اطاع الله -

"যে ব্যক্তি আমার মনোনীত আমীরের এতায়াত করে, সে আমার এতায়াত করে, এবং যে আমার এতায়াত করে, সে আল্লাহ্র এতায়াত করে।" এখন ইহার বিকল্প অবস্থা চিন্তা করিয়া দেখুন, ঘটনা কোথা হইতে কোথায় গিয়া পৌঁছায়। কোনো কোনো সময় বাহ্যিক দৃষ্টিতে একটি বিষয় ছোট দেখাইলেও উহার পরিণাম ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে। আমীরের কিংবা কোন অফিসারের এতায়াত এবং তাহাদের আদেশের অবাধ্যতা ইহার অন্তর্ভুক্ত। সে মনে মনে চিন্তা করে যে, আমি এতদ্বারা কোন বিশেষ ভ্রান্তি করিতেছিনা, অথচ সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে ইহা সাঙ্ঘাতিক অপরাধ।

উপরোক্ত আয়াত ছাড়াও সুরা নেসার আদেশ-বাচক এক আয়াতও এই ব্যাপারে বিশেষ ভাবে আলোকপাত করিয়াছে। ইহার মধ্যে প্রত্যেক মুখলেসের জন্য চির নিরাপদ পথের নির্দেশ রহিয়াছে। মোমেনদিগকে লক্ষ্য করিয়া আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন—

يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم - (النساء : ٦٠)

অর্থাৎ "হে মোমেনগণ, তোমরা এতায়াত কর আল্লাহ্র এবং এতায়াত কর রসুলের ও তোমাদের মধ্যস্থিত উলুল আম্রের (আদেশ দিবার অধিকারীগণের)।" এই আয়াতে করীমার মধ্যে আল্লাহ্ এবং তাঁহার রসুলের প্রতি এতয়াতের সীমাকে উলুল আম্র পর্যন্ত বিস্তৃত করা হইয়াছে। ইহা ঐ মজমুন—যাহা রসুল (সাঃ)-এর

من اطاع اميرى فقد اطاعنى و من اطاعنى فقد اطاع الله -

হাদিসে বর্ণিত হইয়াছে। মুসলমানদের মধ্যে এই বাক্য সাধারণ-ভাবে প্রসিদ্ধ যে, কালামুল্লাহ্, নীরব কুরআন এবং উহার মুকাবিলায় হযরত রসুল করীম (সাঃ) সরব কুরআন। এই কথা উপরোক্ত দৃষ্টান্ত হইতে পরিষ্কার হইয়া যায় যে, যে কোন ব্যক্তি উক্ত কথা বলিয়া থাক, সে নবী (সাঃ)-এর শানেই বলিয়াছে। সে কোন আজগুবী কথা বলে নাই। এ পর্যন্ত পাঠক সুরা নেসার আয়াতে করীমার প্রথমাংশ হইতে বক্তব্যের একাংশ হৃদয়ংগম করিয়াছেন। এই বিষয়ে আর একটি প্রণিধান যোগ্য কথা এই যে, যেখানে সংঘবদ্ধ জামাত হইবে, সেখানে অল্পবিস্তর মতভেদ থাকা অসম্ভব নহে! এই জন্যই উক্ত আয়াতে করীমার পরবর্তী অংশে পূর্ণ হেদায়েতনামা দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্তায়ালা বলিয়াছেন—

فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله و رسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم الاخر ذالك خير و احسن تاويلا ○

অর্থাৎ "কর্মকর্তাদের সহিত যদি তোমাদের কোন বিষয়ে মতভেদ হয় এবং তোমরা আল্লাহ্‌ ও পরকালে সত্যকার বিশ্বাসী হও, তাহা হইলে মতভেদের বিষয়বস্তুকে আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসুলের দিকে নিবেদন কর এবং তাঁহাদের আদেশের আলোকে বিষয়টির ফয়সালা কর। এই কথা মঙ্গলজনক এবং উত্তম ফল-প্রসূ।" সুতরাং এখন পাঠক দেখিলেন পরিণামে কথা একই জায়গায় ফিরিয়া আসিল। অর্থাৎ আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসুলের আদেশকে শিরোধার্য করিতে হইবে। মতভেদের ক্ষেত্রে তোমাদের নিজেদের মতের কোন মূল্য নাই। এরূপ ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌ এবং তাঁহার রসুলের এতায়াত প্রয়োজন। উক্ত আয়াতে—

ان كنتم تو منون بالله و اليوم الاخر

অর্থাৎ "যদি তোমরা আল্লাহ্‌ এবং পরকালে বিশ্বাসী হও।" কথাগুলি বিশেষ মনোনিবেশ করিবার যোগ্য। এই সকল বিধিনিষেধ তাহার জন্যই নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে, যে নিজেকে ঈমানের রজ্জুতে বাঁধিয়া রাখে এবং আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্তভাবে ধারণ করিয়া, ইসলামী সংগঠনের অংশ হইয়াছে। অতঃপর এই আয়াতে করীমার শেষাংশে অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ রঙে পথ প্রদর্শন করা হইয়াছে। ফলশ্রুতির দিক দিয়া দেখিলে এইরূপ চিন্তাধারা ও ফয়সালার পদ্ধতি সমাজের জন্য অধিকতর শ্রেয় এবং সর্ব প্রকার কল্যাণের কারণ হইবে।

পরিশেষে আর একটি কথা বলিয়া আমার আজিকার বক্তব্য শেষ করিব। উহা সুরা নূরের আয়াতে এস্তেখলাফ্‌ সম্বন্ধে। এই আয়াতে করীমার উপর ভিত্তি করিয়া হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) স্বীয় প্রভু ও নেতা সৈয়েদেনা হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর নায়েব হইবার দাবী করিয়াছেন। এই আয়াতে করীমাকে তিনি অন্য দিক দিয়া নবী (সাঃ)-এর হাদিস অনুযায়ী নিজের যুগের জন্য নবুওতের তরিকায় খেলাফত প্রবর্তনের বিস্তারিত ব্যাখ্যা স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। আয়াতের এস্তেখলাফের সুরা নূরের ৭ম রুকু ৫২ আয়াত দ্রষ্টব্য। এই রুকুর পূর্বে এবং সারা রুকুতে, যে গুরুত্বপূর্ণ মজমুন আসিয়াছে, উহার বিষয়বস্তু হইল এতায়াত। অপরাপর সুরার মুকাবিলায় সুরা নূরের এক বৈশিষ্ট আছে। এই সুরা কারীমার প্রথমেই আল্লাহ্‌তায়ালা বলিয়াছেন—

سورة انزلنها و فرضنها و انزلنا فيها
ايات بينت لعلكم تذكرون ٥

অর্থাৎ "এই সুরাকে আমরা নাযেল করিয়াছি এবং ইহাকে আমরা ফরয করিয়াছি এবং ইহার মধ্যে আমরা সুস্পষ্ট নির্দেশাবলী নাযেল করিয়াছি, এই জন্য যে তোমরা যেন স্মরণ রাখ।" যদিও বিভিন্ন ওলেমা এই আয়াতের সুন্দর সুন্দর ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং সেই ব্যাখ্যাগুলি স্ব স্ব স্থানে যথোপযোগী এবং সুসংগত, কিন্তু আমরা একথা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ-ভাবে বুঝি যে,

সূরা নূর সম্বন্ধে যে কথা বলা হইয়াছে যে, এই সূরা আমরা বিশেষ ভাবে নাযেল করিয়াছি এবং ইহার মধ্যস্থিত হুকুম পালন করা ফরয করা হইয়াছে এবং ইহার মধ্যে সুস্পষ্ট নিদর্শন এই জন্য নাযেল করিয়াছি যে, তোমরা এই গুলি খুব ভালভাবে স্মরণ রাখিবে, ইহার বড় এক কারণ এই যে, এই সূরা শরীফে মুসলমানদিগের জন্য সাংগঠনিক জীবন সম্বন্ধে অত্যন্ত গভীর ও অর্থবোধক ভাষায় আলোকপাত করা হইয়াছে। এই আয়াতে ইহা সুস্পষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সেই ধর্মই পূর্ণ এবং পবিত্র, যাহার মধ্যে সমাজগত জীবনের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে যে, জামাত প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না, যদি না সকল মুসলমান এক হস্তে একত্রিত থাকে।

এই হস্তকে প্রথম দফায় যুগ নবীর সত্বা বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে। ইহজগত হইতে তাঁহার তিরোধানের পর, তাঁহার সমস্ত উদ্দেশ্যকে সফল ও সম্পূর্ণ করিবার জন্য, অবশ্য আল্লাহ্ যাহা না চাহেন তাহা ব্যতিরেকে, তাঁহার নায়েবগণ এবং খলিফাগণ ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকেই সংগঠনের কেন্দ্র হইয়া যান। সেই জন্য যে ব্যক্তি নবীর যামানায় এই মোবারক সত্বার সহিত নিজের সম্বন্ধকে মজবুত না করে, সে বড় নেয়ামত হইতে নিজেকে বঞ্চিত করে। ঠিক অনুরূপভাবে য তাঁহার নায়েব ও খলিফাদের যামানায়, তাঁহাদিগের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া লয় এবং তাঁহাদের মাধ্যমে ইসলামী ঐক্যেয় আল্লাহ্‌র রজ্জুকে মজবুত ভাবে ধারণ করিতে কার্পন্য করে, সেও সৌভাগ্যবান নহে। ইহার কারণ এই যে, যুগ-নবী অথবা তাঁহাদের নায়েবগণ ও খলিফাগণ ইসলামী সংগঠনের কেন্দ্রীয় সত্বা হইয়া থাকেন। এই সকল নায়েবে রসুল অথবা রসুলের খলিফাগণ জামাতের একতাকে অধিকতর মজবুত করার জন্য যে তনযীম জারী করেন, তাঁহার সহিত নিজেকে সংযুক্ত করাতেই জামাতী জীবন। উহা হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া, নিজ রূহানী জিন্দেগীর মৃত্যুর সম্বন্ধে নিজের হাতে দস্তখত করার নামান্তর।

মোট কথা আমার আজিকার বক্তব্য নেজামের এতায়াতের গুরুত্ব-পূর্ণ বিষয় সম্বন্ধে ছিল। আমার সাধ্যানুযায়ী এ বিষয়ে কুরআন, হাদিস, নবী (সাঃ)-এর সুন্নত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের পবিত্র নমুনা হইতে পরিস্কার তাবে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমাদের প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য অফিসার যত ছোট অথবা বড় হইতে যত বড় হউক, তাঁহাদের এতায়াত করার দিক দিয়া কোন রকমেরপার্থক্য করা চলিবে না।

কুরআন করীমে আদম এবং ইবলিস বা শয়তানের কাহিনী বার বার উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার মধ্যেও দৃষ্টান্ত দিয়া ইসলামী দেওয়া হইয়াছে। রূহানী দৃষ্টিকোণ দিয়া দেখিলে

এই কাহিনীর মধ্যে মস্ত বড় সবক রহিয়াছে। হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) ইসলামের সম্বন্ধে বড়ই গভীর অর্থ-বোধক ভাষায় নিম্নলিখিত পরিচয় লিখিয়াছেন—

"ইসলাম কি? খোদার জন্য ফানা হওয়া, নিজের ইচ্ছাকে খোদার মর্জির সম্মুখে পরিত্যাগ করা।"

সুতরাং হুজুর (আঃ) প্রকৃতপক্ষে ইসলামের যে সার ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন, উহা হইল কামেল এতায়াত ও ফরমাবরদারী।

ইহা সেই গুরুত্ব-পূর্ণ কথা, যাহা কুরআন মজিদে আবুল আম্বিয়া হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর ওসিয়ত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। উহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

ووصى بها ابرهيم و يعقوب يابنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون ○ [البقرة : ١٣٣]

অর্থাৎ "হে পুত্রগণ! তোমরা সৌভাগ্যশালী যে, তোমাদিগকে দীনের খেদমতের জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে। এখন তোমাদের কর্তব্য হইল যে, জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত কামেল ফরমাবরদারী এবং এতায়াত করিয়া যাওয়া।

অতএব ঐরূপ মৃত্যু শত ঈর্ষার বিষয় এবং শত মোবারকবাদের যোগ্য। সেই সকল পিতা, যাঁহারা এইরূপ উচ্চ নমুনা দেখান এবং নিজের পরে হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর মত হযরত ইউসুফ (আঃ) সদৃশ্য প্রিয় পুত্র ত্যাগ করিয়া যান, যাঁহার মুখে এই দোওয়া উচ্চারিত হয়—

فاطر السموات والارض انت ولى فى الدنيا والاخرة توفنى مسلما والحقنى بالصالحين ○

"হে আসমান সমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, তুমি ইহলোক এবং পরলোকে আমার ওলি, আমাকে আত্মসমর্পনকারীরূপে মৃত্যু দাও এবং সালেহগণের অন্তর্ভূক্ত কর" এবং আকাশ হইতে ফেরেশতাগণের আওয়ায আসে, আমীন! আমীন!!

[১৯৭৪ সনের ২৪শে জানুয়ারী তারিখের বদর পত্রিকার সম্পাদকীয়।]

"প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয়, তোমরা তাকওয়ার সহিত নিশা যাপন করিয়াছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় তোমরা সতত্তার সহিত দিন যাপন করিয়াছ।"

জশন

ষোড়ষ বর্ষ পরে স্মৃতি উজল করে
আহমদীয়াতের জয়ের সাড়া
আসছে ভুবন ভরে!
"মীনারাতুল মসিহ্" হতে উঠল আজান সুর
ফেরেস্তারা বার্তা নিয়ে চল্ল বহু দূর
তারকা নগরে·
খুসীর ঝরনা ঝরে
ধরাতলে জশন শোভার ঝলক ঝল্সে পড়ে।
খুসীর স্বপ্ন ছবি, আনল যুগের নবী
যুগের জুল্মত হনন করে
'রূহানীয়াত'-রবি!
দূরে হতে উড়ে যেন "ফাজ্জীন আমীক" হতে
'মক্কী মদনীর' আসর হের 'রাবওয়ার' পথে পথে!
কোরানিক কিরণে
উজল কাদিয়ানে
উদ্ভাসিত মোমেন-পরাণ চমকপ্রদ সবই!
সুরলোক বাসি, আসবে রাশি রাশি
ঈসা, মুসা, হারুণ, দাউদ
প্রতীক পরকাশি!
কত শত বাদশাহ্ ফকীর 'জশন-এন্তেজারে'
'সালামতির' শান্তি-সমীর সুধায় বারে বারে
দোয়ার আকর্ষণে
রহমতের কাননে
দ্বীনের খলিফা বিলাবে বিপুল মাহ্দীর ধনরাশি!

—চৌধুরী আবদুল মতিন

ওসিয়ত ঃ অর্থনৈতিক মুক্তির সরল পথ

শাহ্ মুস্তাফিজুর রহমান

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ইসলামের অর্থনীতি

আদর্শগত বুনিয়াদ

আজিকার এই সভ্যতা বলয়ের পরিক্রম শুরু হয়েছে এখন থেকে ছয় হাজার বছর আগে। কথাটার উল্লেখ পূর্বেও একবার করা গেছে। এই সভ্যতার প্রথম প্রভাতে করুণাময় আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই সভ্যতার আদিগুরু হযরত আদম-আঃ-কে এবং তাঁর মাধ্যমে তাঁর অনুসারীদেরকে পার্থিব সভ্য জীবনযাপনের নিশ্চয়তা দান করেছিলেন এই বলে:

"নিশ্চয়ই ইহা তোমার জন্য (অবধারিত) যে, তুমি সেখানে না ভুখা থাকবে, না তুমি নাঙ্গা থাকবে এবং না তুমি সেখানে তৃষ্ণার্ত থাকবে, না তুমি সেখানে উন্মুক্ত আকাশের তলে থাকবে।" (২০ : ১১৯, ১২০)

আল-কুরআনের এই আয়াতে করীমা দ্বয়ের "না ভুখা থাকবে, না নাঙ্গা" প্রভৃতি বাণীসমূহ যেমন সকল মানুষের দৈহিক ও বুদ্ধি-বৃত্তিক জীবনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, ঠিক তেমনি নৈতিক জীবনের ক্ষেত্রেও সমভাবেই প্রযোজ্য। মানব জীবনের প্রয়োজনীয় সকল কিছুর—অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা, দীক্ষা, সাধনা প্রভৃতির—সুবন্দোবস্ত করনের দায়িত্ব সমাজ-নিয়ন্তাদের স্কন্ধে ন্যাস্ত হওয়ার নির্দেশও নিহিত রয়েছে এই দুটি আয়াত শরীফের মধ্যে। এবং সেই সংগে রক্ষিত আছে ইসলাম প্রদত্ত অর্থনীতির আদর্শগত মূল বুনিয়াদ। এই বুনিয়াদ সর্বকালীন। ইহা বিশ্বজনীন। ইহার উপরে যথাপ্রয়োজনে পূর্ণ সৌধ-নির্মানের দায়িত্ব ইসলামী সমাজের বা রাষ্ট্রের।

সমাজ বা রাষ্ট্র এই আদর্শিক ভিত্তির কাঠামোর (Idelogical Infra Structure) উপরে নির্মান করে তুলবে যুগোপযোগী অর্থনৈতিক সৌধ। এক্ষেত্রে অনুসরণ করে চলতে হবে প্রথমতঃ আল্লাহ্তায়ালার অস্তিবাচক গুণাবলীর কয়েকটি গুণের তাৎপর্য—অর্থাৎ রবুবীয়াত, রহীমীয়াত, রহমানীয়াত এবং মালিকীয়াতের তাৎপর্য খোদাতায়ালার অনন্ত গুণাবলীর মধ্যে উল্লেখিত গুণ চারিটি জীবনের অন্য সকল ক্ষেত্রেই যেভাবে মানুষকে সঠিক পথে এবং সঠিক ভাবে চলার নির্দেশ দান করে এবং সাহায্য

করে, ঠিক তেমনি ভাবেই মানুষকে অর্থ-নৈতিক জীবনের পথে চলতেও সাহায্য করে। রুবুবীয়ত-ই-আলামীন প্রভৃতি গুণ চারিটি সম্পর্কে খুব সংক্ষেপে এক্ষেত্রে এতটুকু বলে রাখা দরকার যে, খোদাতায়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, মানুষকে নানাবিধ শক্তি ও যোগ্যতা দান করেছেন এবং তার এই শক্তি ও যোগ্যতাকে উত্তরোত্তর উন্নত করে তোলার জন্য তাকে প্রয়োজনীয় সকল কিছুই দান করে রেখেছেন। না চাইতেই করেছেন—

"না চাহিতে তুমি যা করেছ দান
আকাশ আলোক তনু মনপ্রাণ
দিনে দিনে তুমি সে মহাদানেরই
নিতেছ আমায় যোগ্য করে
অতি ইচ্ছার সংকট হতে বাঁচায়ে মোরে।"
(রবীন্দ্রনাথ)

আসমান জমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সকল কিছুই (মানুষকেও) মানুষের সেবার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে—এই কথা বলে আল-কুরআন যেমন একদিকে শিরক্ বা অংশীবাদীতাকে সমূলে উৎপাটিত করে ফেলেছে (কেননা সেবক কখনও উপাস্য হতে পারে না); তেমনি সকল কিছুর উপরে—সকল মানুষের উপরেও—সকল মানুষের সমানাধিকার দান করেছে, এবং সকল কিছুতেই সকল মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ নিহিত রেখেছে।

পারিপার্শ্বিক কোনো কারণে বা দারিদ্র্য ইত্যাদির কারণে যদি কোনো মানুষ তার 'হয়ে ওঠার' পথে এগিয়ে চলতে না পারে, তবে তার জন্য যথোপযুক্ত সুযোগ সৃষ্টির ব্যবস্থা করতে হবে অন্য সবাইকে বা রাষ্ট্রকে। পৌত্তলিক হোক, নাস্তিক হোক, সাদা হোক, কাল হোক, কোনো মানুষেরই বেঁচে থাকার বা হয়ে ওঠার অধিকারকে অস্বীকার করা বা সে পথে বাধা সৃষ্টি করা খোদাতায়ালার উল্লেখিত গুণাবলীর অন্তর্নিহিত শিক্ষার পরিপন্থী। একজন মুসলমানের সন্তান ও একজন খোদাদ্রোহীর সন্তান যদি সম পর্যায়ের মেধাবান বা প্রতিভাবান হয়, তবে তাদের মেধার বা প্রতিভার বিকাশের জন্য উভয়কেই সমান সুযোগ দান করতে হবে। শক্তি, যোগ্যতা, প্রতিভা প্রভৃতির উন্নয়ন সাধনের জন্য সর্ববিধ সুযোগ দান এবং সর্বপ্রকার বাধা অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে এই গুণাবলী শিক্ষা মানুষের গুণসমূহের অপচয় করাকেও নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। অন্যথায় মানবীয় গুণাবলীর সুষ্ঠু লালন ও উন্নয়ন সম্ভব হয়ে উঠে না।

সবাইকে নিজ নিজ কাজের যথাযোগ্য মূল্য যথা সময়ে প্রদান ও করতে হবে। যদি কোনো মানুষ কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে বঞ্চিত থাকে বা বঞ্চিত হয়; তবে তার এই বঞ্চিত থাকা বা হওয়া এবং তার অধিকারকে খর্ব করা একই কথা। পক্ষান্তরে প্রয়োজনবোধে সম্ভব হলে একই কাজের জন্য একাধিকবার মূল্য বা পুরুস্কারও প্রদান করতে হবে।

যথাযোগ্য প্রচেষ্টা চালানোর পরেও কোনো মানুষ যদি কোনো সঙ্গত কারণের জন্য তার

জীবনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম না হয়, তবে তার প্রয়োজনীয়তা পূরণের দায়িত্ব পালন করতে হবে সমাজকে বা রাষ্ট্রকে। বিত্তবানের বিত্ত এবং তার বিত্তবান হওয়ার জন্য আকাংখা, বৃত্তি এবং যোগ্যতাও যেহেতু খোদতায়ালারই দান সেহেতু তার কী পরিমান বিত্ত সে অন্যদের জন্য ছেড়ে দিতে বাধ্য থাকবে তা নির্ধারণ করারও মালিক আল্লাহ্‌তায়ালাই।

এক কথায় সকল মানুষের লালন-উন্নয়ন, সকলের প্রয়োজনীয় সকল কিছুর সরবরাহকরণ, সকল কাজের ও শ্রমের যথার্থ মূল্য নিরূপণ ও দান এবং সকল মানুষের মধ্যে ইনসাফ ও সুসমতার নিশ্চয়তা বিধানের বুনিয়াদের উপরেই ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সৌধ নির্মান করতে হবে এবং এই সৌধের নক্সা নিরূপিত হবে যুগের প্রেক্ষিতে।

সম্পদের মালিকানা

দুনিয়াতে ভিন্ন ভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদের মালিকানার ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট ও স্বীকৃতি লক্ষ্য করা যায়। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সম্পদের ব্যক্তি-মালিকানাকে প্রকৃতিগত অধিকার বলে স্বীকার করা হয় এবং তার অবাধ গতিকে উৎসাহিত করা হয়। বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বা বলশেভিজম ব্যক্তি-মালিকানার সম্পূর্ণ বিলোপ-সাধনকে অপরিহার্য বলে মনে করে এবং যৌথ মালিকানার প্রতিষ্ঠার জন্যে সংগ্রাম করাকে বৈধ মনে করে।

প্রচলিত হিন্দু ধর্ম সম্পদের মালিকানা সত্বকে প্রধানতঃ ব্রাহ্মনের পদ-প্রান্তেই নিবেদন করে। হিন্দু ধর্ম মতে, মনু প্রদত্ত আইনে, সম্পদের উপরে ব্রাহ্মন-পুত্রের অধিকার চারি ভাগ, ক্ষত্রেয়-পুত্রের অধিকার তিন ভাগ, বৈশ্য-পুত্রের দুই ভাগ এবং বাকী এক ভাগ শুদ্র-পুত্র গ্রহণ করতে পারে। অবশ্য ব্রাহ্মন ইচ্ছা করলে তার শুদ্র-দাসের সম্পত্তি অনায়াসে সীজ (Seize) করে নিতে পারবে। ইহুদীরা মনে করে যে, গোটা দুনিয়াটার মালিকানা শুধু তাদের উপরেই বর্তানো হয়েছে। নিছক গোত্র ভিত্তিক ধর্ম বলে ইহুদীরা দুনিয়ার বাদ-বাকী সকল অইহুদীকে মনে করে প্রজা-পাইট বা গোলাম শ্রেণীভুক্ত। খৃষ্টান ধর্মে আইন কানুনকে মনে করা হয় অভিশাপ। কাজেই খৃষ্টান প্রবর্তিত যে কোনো আইনকে খৃষ্টানরা নিজেদের আইন বলে চালিয়ে নেয়। সুতরাং পুঁজিবাদ বা ইউরোপীয় সমাজবাদকে তারা নিজেদের প্রবর্তিত ব্যবস্থা বলে দাবী করতে পারে এবং করেও।

যাহোক, বর্তমান দুনিয়ার যে দুটি অর্থ-নৈতিক ব্যবস্থার প্রচলন সমাজে দুর্বহ হয়ে উঠেছে তার একটি অবাধ পুঁজিবাদ অপরটি বৈজ্ঞানিক সমাজবাদ বা বলশেভিজম। এই ব্যবস্থা দুটি তাদের নিজ নিজ পথে বর্তমানে চরমে পৌঁছে গেছে। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদ ব্যক্তির হাতে এবং সমাজবাদ রাষ্ট্রের হাতে সমাজের সর্বস্ব তুলে দিয়ে বসে আছে। এই

যে, মালিকানা বা এর যে ধারনা তার সঙ্গে ইসলামী মালিকানা বা তার ধারণার কোনো মিল নেই।

প্রচলিত মালিকানার ধারনায় ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্রকে সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহার, ভোগ, হস্তান্তর ও অপচয়ের অবাধ অধিকার দান করা হয়েছে। পক্ষান্তরে ইসলামের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় অনুরূপ মালিকানার কোনো স্থান নেই। কারণ, আল কুরআন ঘোষণা করে:

> "আসমান যমীন এবং এতদুভয়ে মধ্যে যা কিছু আছে তার মালিকানা কেবল আল্লার। (৪৩:৮৫)। তিনিই সৃষ্টি করেছেন দুনিয়ার যাবতীয় কিছু মানুষের জন্য।" (২:২৯, ১০:৪)

সকল কিছুর মালিক আল্লাহ্‌তায়ালা। কেননা আল্লাহ্‌ই সকল কিছুর স্রষ্টা। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ্‌তায়ালার যে মালিকানা তা নিরংকুশ। তার ক্ষয় নাই, তা অব্যয়। আর মালিকানা যেহেতু একক অর্থাৎ যেহেতু একই সঙ্গে এক বস্তুর মালিকানা সত্ব দুজনের উপর ন্যাস্ত করা সম্ভব নয়, সেহেতু বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কোনো কিছুর মালিকানা আল্লাহ্‌ ছাড়া আর অন্য কোনো দ্বিতীয় সত্তার পরে অর্পিত হতে পারে না। তাছাড়া স্রষ্টা হিসাবে আল্লাহ্‌তায়ালার যে মালিকামা তার হস্তান্তর সম্ভব নয়, তার উপরে অন্য কারো অধিকার চর্চারও অবকাশ নাই।

মানুষ যেহেতু কোনো কিছুরই স্রষ্টা নয়, সেহেতু কোনো কিছুরই সে মালিক নয়। তার এহেন প্রিয় যে প্রান তারও মালিক সে নয়। কাজেই ইসলাম সম্পদের মানবীয় মালিকানাকে স্বীকার করে নাই। না ব্যক্তি না যৌথ। তবে, সম্পদের উপযোগীতা থেকে ফায়দা হাসিলের জন্য অধিকার দান করেছে মানুষের সে অধিকার তার নিজ থেকে শুরু করে সমগ্র মানবমণ্ডলী চন্দ্র,-সূর্য--তারকা তথা সকল সৃষ্ট জগতের পরে বিস্তৃত। সে অধিকারের অপব্যয় যাতে না হয় তাব জন্যেও মালিক আল্লাহ্‌ সুসঙ্গত আদেশ ও নিষেধ দান করেছেন মানুষকে তার ভালাইর জন্যেই। কারণ, স্রষ্টা হিসাবে আল্লাই জানেন তার সৃষ্ট মানুষের স্বভাবে কী কী প্রয়োজন এবং কতটুকু প্রয়োজন। সুতরাং বলা যায়, জিম্মাকৃত বস্তুর সুষম ব্যবহারের জন্য জিম্মাদাতার অনুগ্রহে প্রাপ্ত জিম্মা গ্রহীতার নির্দিষ্ট অধিকার আর ইসলাম প্রদত্ত মানবীয় মালিকানা প্রায় একই কথা।

মালিকানা সত্ব নিয়ে দুনিয়ার বুকে কত দ্বন্দ্ব-কলহ, কত মামলা-মোকদ্দমা এবং কত যে জান-মালের ক্ষয় হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই এই কোন্দল ব্যক্তি থেকে রাষ্ট্র পর্যন্ত প্রসারিত হতে দেখা যায়, অথচ মালিকানা কেবল আল্লার এই সত্যটাকে সচ্ছন্দ চিত্তে মেনে নিতে পারলে এই কোন্দল কোলাহলের অত্যাচার থেকে খোদার সৃষ্টি জগতটা যে বহুলাংশে রেহাই পায় সেদিকে আপাততঃ

প্রায় কারোই খেয়াল নেই। পক্ষান্তরে প্রায় সবাই সম্পত্তির হিসাব কষতে কষতেই কবরে ঢুকে পড়েছে। থাক সে কথা।

আল্লাহ্‌তায়ালার মালিকানার স্বীকৃতি মুসলিম সাংস্কৃতিক জীবনে প্রত্যহই লক্ষ্য করা যায়। মুসলমানরা তাদের প্রতিবেলার খাবার গ্রহণ করার সময় বিসমিল্লাহির রহমানের রাহীম বলে অর্থাৎ আল্লাহ্ রহমানুর রহীমের নামে শুরু করে; এবং শেষ করে আলহামদুলিল্লাহ্ বলে অর্থাৎ আল্লার প্রশংসা এবং তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করার মাধ্যমে। এই ভাবেই জীবনের সকল কাজই শুরু করে এবং শেষ করে মুসলমান। আল্লাহ্‌র নামে শুরু এবং শেষ করার মাধ্যমে এটাই স্বীকার করা হয় যে, সৃষ্টির যাবতীয় পদার্থ এবং সে নিজেও আল্লাহ্‌তায়ালার মালিকানার অধীন। কোনো মুসলমান অন্য কাউকে ধন্যবাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে বলে থাকে জাযাকাল্লাহ্ বা 'জাযাকুমুল্লাহ্' অর্থাৎ আল্লাহ্ আপনাকে বা আপনাদেরকে উৎকৃষ্ট প্রতিদান দিন। এক্ষেত্রেও মুসলমান খোদাতায়ালার মালিকানার কথাই ইয়াদ করে।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে, তবে কি সম্পদের উপরে মানুষের কোনো মালিকানাই নাই? এর জবাব হচ্ছে না সম্পদের উপরে মানুষের কোনো মালিকানা নাই। তবে, সম্পদের উপভোগের অধিকার আছে মানুষের। কিছু পূর্বেই এ কথাগুলো আমরা বলে এসেছি। বলা বাহুল্য, ব্যক্তির প্রতি প্রদত্ত এই অধিকারের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট নির্দিষ্ট করে দিয়েছে আল-কুরআন:

"আল্লাহ্ ধনসম্পদের ব্যাপারে তোমাদের কেহ কেহকে অন্যদের চেয়ে বেশী অনুগৃহীত করেছেন। তবে যাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়েছে তাদের উচিত হবে না উপেক্ষা করা তাদের কর্মচারীদেরকে, যাতে তারাও এর মধ্যে সমান অংশীদার হতে পারে। তারা কি খোদাতায়ালার অনুগ্রহকে প্রত্যাখান করবে?" (১৬: ৭২; ১১: ১৬)

এই আয়াতে করীমার মাধ্যমে যে বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে প্রধান প্রধান হলো:—

ক) সম্পদের উপরে মানবীয় মালিকানার অস্বীকৃতি,

খ) সম্পদ মানুষের প্রতি খোদাতায়ালার অনুগ্রহ,

গ) সে অনুগ্রহ একজনের মাধ্যমে অপর বহুজনের কাছে বিতরনীয়,

ঘ) বিতরনের দায়িত্ব পালনে অসমর্থ ব্যক্তির প্রতি প্রদত্ত অনুগ্রহ প্রত্যাহার করে নেওয়া—প্রভৃত্তি।

মা যেমন তার সন্তানদেয় মধ্যে বড়টির হাতে এক প্লেট আম বা কোনো ফল বা কোনো মিষ্টান্ন দিয়ে তাকে বলে দেন অন্য সব ভাই-বোনদেরকে নিয়ে খেতে, তেমনি খোদাতায়ালার তার বান্দাদের মধ্যে একজনকে অনুগ্রহ করে সম্পদ দিয়ে সে সম্পদ আর দশজনকে নিয়ে উপভোগ করার জন্য নির্দেশ দেন। মায়ের বড় সন্তানটি যদি প্লেটের সব আম বা মিষ্টি একাই খেয়ে ফেলে, তবে ভবিষ্যতে মা আর তাকে অনুরূপ দায়িত্ব দেন না। এবং অনুরূপ কারণে খোদাতায়ালাও বিতরনের দায়িত্ব পালনে অযোগ্য ব্যক্তির কাছ থেকে তাঁর অনুগ্রহ প্রত্যাহার করে নিয়ে থাকেন।

(ক্রমশঃ)

সংবাদ

শুভ বিবাহ

(১)

১৫৪, শান্তি নগর, ঢাকার নিবাসী জনাব ফজলুল করিম মোল্লা সাহেবের প্রথম পুত্র জনাব আবদুল করীমের সাথে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া (বর্তমানে চট্টগ্রাম) নিবাসী জনাব আহমাদুর রহমান সাহেবের প্রথমা কন্যা মোছাম্মাৎ মাহমুদা খাতুনের শুভ বিবাহ গত ৭ই এপ্রিল ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৫১তম সালানা জলসার সমাপ্তি ঘোষণার পর পরই অনুষ্ঠিত হয়। এই বিবাহের মজলিসে বহু আহমদী ভাই উপস্থিত ছিলেন। ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকার মোহরানা শর্তে সদর মুরুব্বী মাওলানা এ, কে, মুহিবুল্লাহ সাহেব উক্ত বিবাহ পড়ান।

(২)

সুন্দরবন (খুলনা) আঞ্জুমানে আহমদীয়ার প্রেসিডেন্ট মোঃ সামছুর রহমান সরদার সাহেবের মধ্যম পুত্র জনাব মতিয়ুর রহমানের সাথে চাঁদপুর (বর্তমানে ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) নিবাসী জনাব মোহাম্মাদ হাকিমুদ্দিন আহমদ সাহেবের প্রথমা কন্যা মোছাম্মৎ হাছিনা বেগমের শুভ বিবাহ বিগত ১৪ই এপ্রিল রবিবার বাদ মাগরিব স্থানীয় আহমদীয়া মসজিদ—মসজিদে মোবারকে সুসম্পন্ন হয়। উক্ত বিবাহে ৪,০০০ (চারি হাজার) টাকার মোহরানা ধার্য করা হয়। সদর মোয়াল্লেম মৌলবী সলিমুল্লাহ সাহেব উক্ত বিবাহ পড়ান। এই বিবাহে বহু সংখ্যক লাজনার সদস্য সহ অনেক আহমদী দোস্ত উপস্থিত ছিলেন।

(৩)

সুন্দরবন (খুলনা) আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জনাব মোঃ হোসেন আলী মোড়ল সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র জনাব মোস্তফা শফিকুল ইসলামের সঙ্গে সিলেটের মরহুম আবদুল মতিন চৌধুরী সাহেবের কনিষ্ঠা কন্যা মোছাম্মৎ নঈমা খাতুনের শুভ বিবাহ ১৮ই এপ্রিল বাদ মাগরিব ঢাকাস্থ আহমদীয়া মসজিদ প্রাঙ্গণে সংঘটিত হয়। দুই হাজার টাকা মোহরানা সাপেক্ষে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার জেনারেল সেক্রেটারী জনাব উবায়দুর রহমান ভুঁইয়া সাহেব উক্ত বিবাহ পড়ান। মোহতারম আমীর সাহেব। ঢাকা আঞ্জুমানে আহমদীয়ার অনেক আহমদী ভাই এই বিবাহে শরীক হন।

উল্লিখিত বিবাহ তিনটি বাবরকত হওয়ার দোয়ার জন্য আবেদন করা হইতেছে।

সংবাদ

ইসলামী একাডেমীতে বক্তৃতা

সাম্প্রতিক বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ্‌মদীয়ার ৫১তম সালানা জলসা সমাপ্ত হওয়ার সাথে সাথেই পবিত্র কুরআনের মাহাত্ম ও সৌন্দর্য। শীর্ষক বিষয়ের উপর বক্তৃতা দানের জন্য ইসলামিক একাডেমী হইতে বিশেষ আমন্ত্রন জানানো হয়। বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহ-মদীয়ার পক্ষ হইতে সদর মুরুব্বী জনাব আহমদ সাদেক মাহমুদ সাহেব সহ জনাব শাহ্‌ মুস্তাফিজুর রহমান সাহেব ও জনাব খলিলুর রহমান সাহেব (নায়েবে সদর, বাংলাদেশ খোদ্দামুল আহমদীয়া) আমন্ত্রনে সাড়া দিয়া উক্ত বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করেন। তাঁহারা কুরআনের মাহাত্ম্য ও সৌন্দর্য বর্ণনা করিতে যাইয়া বলেন যে, সাড়া বিশ্ব ব্যাপী শান্তি রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য একমাত্র কুরআন করীমই সক্ষম। একমাত্র কুরআনের আলোকে বিশ্বের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভবপর।

সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র যিনি বিশ্বের প্রতিপালক।

মোযাকেরা এলমিয়া (আলোচনা সভা) অনুষ্ঠিত

২৭শে এপ্রিল ৪নং বকসি বাজার, ঢাকাস্থ দারুত তবলিগে একটি মোযাকেরা এলমিয়া (জ্ঞান অনুশীলন আলোচনা সভা) অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানটিতে প্রথম আলোচ্য বিষয় আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্বের উপর বক্তৃতা করেন জনাব মৌলবী আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ সাহেব মুরুব্বী, ঢাকা। অতঃপর উপস্থিত বন্ধুগণকে বিশেষ করিয়া যুবকদিগকে প্রশ্ন করিতে বলা হয়। মহতরম আমীর সাহেব বাংলাদেশ মৌলবী মোহাম্মদ সাহেব তাহাদের প্রশ্নের উত্তর দান করেন।

অত্যন্ত মনজ্ঞ এই আলোচনা সভাটি প্রায় দুই ঘন্টা ব্যাপী স্থায়ী থাকে। ইহাতে উপস্থিত ছিলেন প্রায় ৬০ জন। প্রতি মাসের শেষ শনিবারে দারুত তবলিগে এই মোযাকেরা এলমিয়া অনুষ্ঠিত হইবে। এই মজলিসে বিশেষ ভাবে যুবকদের যোগ দেওয়া উচিত।

আজিকার ধর্মহারা অশান্ত পৃথিবীকে পুনরায় শান্তিময় ধর্মের পথে আহ্বানকারী—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর, তাঁর পবিত্রাত্মা খলিফাগণের ও তাঁর পূণ্যাত্মা অনুসারীগণের লেখা পাঠ করুন :—

The Introduction to the Commentary of the Holy Qur'an		Tk.	8.00
The Philosophy of the Teachings of Islam	Hazrat Ahmed (P.)	,,	2.00
Jesus in India	,,	,,	2.50
Ahmadiyyat—The True Islam	Hazrat Mosleh Maood (R)	,,	8.00
Invitation to Ahmadiyyat	,,	,,	8.00
The New World Order	,,	,,	3.00
The Economic Structure of Islamic Society	,,	,,	2.50
Islam and Communism	Hazrat Mirza Bashir Ahmed (R)	,,	0.62
The Preaching of Islam	Mirza Mubarak Ahmed	,,	0.50
কিশতিয়ে নূহ	হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আঃ)	টাকা	১.২৫
শান্তির বার্তা	,,	,,	১.০০
ধর্মের নামে রক্তপাত	মির্যা তাহের আহমদ	,,	২.০০
আল্লাহ্‌তায়ালার অস্তিত্ব	মৌলভী মোহাম্মদ	,,	১.০০
ইসলামেই নবুয়াত	,,	,,	০.৫০
ওফাতে ঈসা	,,	,,	০.৫০

ইহা ছাড়া :—

বিভিন্ন ধর্ম ও মতবাদের উপরে লিখিত নানাবিধ পুস্তক ও গ্রন্থসমূহ এবং বিনামূল্যে দেওয়ার মত অসংখ্য পুস্তক পুস্তিকা ও প্রচার পত্র। ১।।০ দেড় টাকার ডাক টিকেট পাঠাইলে পুস্তক পাঠান যাইবে।

প্রাপ্তিস্থান :

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া

৪ নং বকসী বাজার রোড, ঢাকা—১

Published & Printed by Md. F. K. Mollah at Ahmadiyya Art Press,
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-e-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 283635
Editor : *A. H. Muhammad Ali Anwar.*